ইকফাই-এ জাতীয় কর্মশালা শুরু
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য বিষয়ে দাড়িয়েছে ঃ সুদীপ বর্মণ

কামালঘাট, ১ ডিসেম্বর ঃ
শিক্ষা, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, শিল্প, ব্যবসা, লঘু-মাঝারি উদ্যোগ---সর্বত্রই এখন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ঠিক এই সময়ে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা এবং সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি যৌথভাবে প্রাসঙ্গিক এমন একটি বিষয়ে জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করেছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। 'বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান ঝোঁক' শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে শণিবার এমন্তব্য করেন রাজ্যের তথ্য -প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পাণীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ।

তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এখন বিলাসিতা নয়, প্রাত্যহিক জীবনের ও কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা। এবিষয়টি এখন সবাই বুঝতে পারছে। মন্ত্রী জানান, বহু বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন, প্রশাসনিক কর্মকান্ড, পরীক্ষা ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে দাড়িয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় থাকে। তিনি আরো জানান, অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং এবং ই-ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ভারচিউয়্যাল গবেষণাগার চালু হয়েছে। ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাগত ভাষণে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক বিপ্লব হালদার জাতীয় কর্মশালা ত্রিপুরায় আয়োজনে সক্রিয় সাহায্যের হাত প্রসারিত করায় সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমিতিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কামালঘাট ক্যাম্পাসে বর্তমানে মোট ৩৪টি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে সমাজবিদ্যা, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি এবং নার্সিং বিষয় চালু করা হবে। অধ্যাপক হালদার আরো জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য অধ্যাপক ভি এন রাজাশেখরণ পিল্লাই-র পরামর্শ অনুযায়ী এমএসসি (বায়োটেকনোলজি) কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কর্মশালার যুগ্ম আহ্বায়ক তথা সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি-র উপ-নির্দেশক (গবেষণা) ডঃ অমরেন্দ্র পাণি উনার মূল ভাষণে জানান, ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের উদ্যোগে ভারত ও শ্রীলঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫ সালে সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি গঠিত হয়। বর্তমানে সারা দেশে কেন্দ্রীয়, রাজ্য, বেসরকারী ও ডিমড্ ইত্যাদি ধরণের মোট ৯০৩টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ডঃ আভুলা রঙ্গনাথ। এরপরেই শুরু হয়ে গেছে প্রায়োগিক অধিবেশন এবং প্রশ্নোত্তরপর্ব। এগুলিতে অংশ নিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মোট ২৯জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং গবেষক প্রতিনিধি। তিনদিনের কর্মশালায় মোট ৯টি প্রায়োগিক অধিবেশন রয়েছে।